যুগান্তর

তারিখ ... 05 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ইউএসটিসিতে অস্থিরতার নেপথ্যে ডা. ফয়সাল

চমেক ও হাসপাতালের কোটি কোটি টাকার টেন্ডারের নিয়ন্ত্রণও তার হাতে

যুগান্তর রিপোর্ট

চট্টগ্রামে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউএসটিসি) বিভিন্ন সময়ে অস্থিরতার নেপথ্যে ও মদদদাতা হিসেবে কাজ করেন সাধারণ চিকিৎসকদের আতংক ডা. ফয়সাল ইকবাল চৌধুরী। আন্দোলনের নামে গত বছর একটানা দুই মাস বন্ধ ছিল ইউএসটিসি। সর্বশেষ ইউএসটিসির তিন চিকিৎসককে চুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে রীতিমতো পেশিশক্তি প্রয়োগ করেন ডা. ফয়সাল। ভিসিকে অবরুদ্ধ করে চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করেন। এমনকি ইউএসটিসির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপকের মেয়ে মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নীনা ইসলামকে অপমান-অপদস্থ ও গালাগাল করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের কোটি কোটি টাকার টেন্ডারের নিয়ন্ত্রণও ডা. ফয়সাল ইকবালের হাতে। সর্বশেষ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসআর খাতের মালামাল সরবরাহের ৩ কোটি টাকার একটি কাজও হাতিয়ে নেয়া হয়। চমেক হাসপাতালের রোগীদের খাবার সরবরাহসহ বছরে ২০-২৫ কোটি টাকার টেন্ডারের নিয়ন্ত্রণও করেন তিনি। ইউএসটিসি সূত্র জানায়, কর্মস্থলে দেরিতে উপস্থিত ও

নেপথ্যে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

নেপথ্যে : অস্থিরতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগেভাগে অফিস ত্যাগ করাসহ নানা অভিযোগে ইউএসটিসির এক সহকারী অধ্যাপক ও দুই মেডিকেল অফিসারকে শোকজ করে কর্তৃপক্ষ এবং চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই তিন চিকিৎসককে পুনর্বহালে ইউএসটিসিতে হাজির হন ডা. ফয়সাল। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, ১৫ জুন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ইউএসটিসিতে হাজির হয়ে ভিসি প্রভাত বড়ুয়াকে অবরুদ্ধ করে রাখেন ডা. ফয়সাল। এমনকি এক পর্যায়ে ভিসির হাত থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ডা. ফয়সাল জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলামের মেয়ে ও ইউএসটিসি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ডা. নীনা ইসলামকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন এবং তিন চিকিৎসকের চুক্তি অবিলম্বে নবায়ন করার জন্য চাপ দেন তিনি। সূত্র জানায়, ডাক্তার হয়েও একজন ডাক্তার তথা জাতীয় অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে এমন আচরণে উপস্থিত অন্য চিকিৎসকরা বিস্মিত ও হতবাক হলেও কেউ ডা. ফয়সালের এমন আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। এরপর ১৬ জুলাই ছিল ইউএসটিসি একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক। ওই বৈঠকে সাবেক স্বাস্থ্য মহাপরিচালক ও দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং ইউএসটিসি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এমএ ফয়েজও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজির হন ডা. ফয়সাল। প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্র জানায়, এখানে তিনি ডা. এমএ ফয়েজকে পাঁচ হাজার টাকার একটি টিকিটের বিনিময়ে ইউএসটিসির কাছে বিক্রি হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন। ওই বৈঠকেও নীনা ইসলামের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। সূত্র জানায়, ইউএসটিসির একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে বাইরের কারও উপস্থিত হওয়ার সুযোগ না থাকলেও ডা. ফয়সাল সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ওই বৈঠকে জোরপূর্বক প্রবেশ করেন এবং রীতিমতো জোর খাটিয়ে ইউএসটিসির অভিযুক্ত তিন চিকিৎসকের চুক্তি নবায়নে বাধ্য করেন কর্তৃপক্ষকে। তার এমন আচরণে ক্ষুব্ধ ইউএসটিসি ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে ঢাকার ধানমন্ডি থানায় জিডি করা হয়েছে বলেও নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়।

এদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের কোটি কোটি টাকার টেন্ডারের নিয়ন্ত্রণও রয়েছে ডা. ফয়সাল, ইকবালের হাতে। সর্বশেষ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসআর খাতের মালামাল সরবরাহের ৩ কোটি টাকার একটি কাজও হাতিয়ে নেয়া হয়। টেন্ডার নিয়ন্ত্রণে সিডিউলে এমন শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যাতে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে পারে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. সেলিম জাহাঙ্গীরকে তিনি ব্যবহার করেন। কলেজের সাধারণ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ, অসদাচরণের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরও সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে ডা. সেলিম জাহাঙ্গীর ফয়সাল ইকবালের কৃপায় পদোন্নতি নিয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছেন। এ কারণে সেলিম জাহাঙ্গীরকে ডা. ফয়সাল ইকবাল যা বলেন তাই করেন। সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতি বছর ২০ কোটি থেকে ২৫ কোটি টাকার টেন্ডার হয়। খাবার সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন কাজের এসব টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করেন ডা. ফয়সাল ইকবাল। জমজম ইন্টারন্যাশনাল নামে তার মামা দিদারুল আলমের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া এ রহমান ও আলমগীর অ্যান্ড ব্রাদার্স নামেও পৃথক দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিজের নামে না হলেও এসব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই চমেক হাসপাতাল ও কলেজের বিভিন্ন টেন্ডার ডা. ফয়সাল বাগিয়ে নেন বলে সাধারণ ঠিকাদাররা অভিযোগ করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের টেন্ডারের সবই নিয়ন্ত্রণ ডা. ফয়সালের হাতে। তার সঙ্গে নেগোসিয়েশনে যে প্রতিষ্ঠান যাবে সেই প্রতিষ্ঠানই কাজ পাবে। তাছাড়া বেশির ভাগ কাজই তিনি আত্মীয়স্বজনের নামে থাকা বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নামে হাতিয়ে নেন। টেন্ডার যাতে কেউ না পায় সেজন্য টেন্ডারে জটিল-কঠিন শর্ত জুড়ে দেয়া হয় বলেও তারা অভিযোগ করেন।

টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সাবেক এক নেতা মঙ্গলবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, আগেও বিএমএ ছিল। কিন্তু টেন্ডারের নামে বিএমএ নেতারা কেউ মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালে কোনো বাণিজ্য করেনি। চিকিৎসকদের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন ও ভালো-মন্দ দেখভাল করেছেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরেই ফয়সাল ইকবালসহ কয়েকজন বিএমএ নেতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসআর খাতের মালামাল, খাবার ও আউটসোর্সের মাধ্যমে লোক সরবরাহসহ কোটি কোটি টাকার ঠিকাদারি কাজের টেন্ডার, কমিশন ও নেগোসিয়েশন বাণিজ্য করছেন, যা চিকিৎসক সমাজের জন্য সুখকর নয়। ওই নেতা বলেন, 'ডা. ফয়সাল, কত নামিদামি ডাক্তার ও মানুষকে যে বেইজ্জত করছেন তার ঠিক নেই। চমেক হাসপাতালের অনেক চিকিৎসক আছেন যাদের চোখের পানি ঝরেছে। এখন তার খেসারত হয়তো তাকে দিতে হবে।'